তারিখ 14 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৬

# ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করুন

চাকরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল করায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ৫ ছাত্রকে ধরে পুলিশে দিয়েছে ছাত্রলীগ। গত বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে সংবাদ এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রলীগ নেতারা অভিযোগ করেছেন, বুয়েটকে অস্থিতিশীল করার জন্য ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের একটি চক্র বহিরাগতদের নিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল করেছে। এ জন্য তাঁদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। শাহবাগ থানার ওসি বলেছেন, কোটাবিরোধী মিছিল বের করে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করায় ৫ জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্রলীগ। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কোটা প্রথা বাতিলের দাবি যে কেউ জানাতেই পারে। এ দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল করাও দোষের নয়। তবে কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে সহিংসতা চালানো সমর্থনযোগ্য নয়। কেউ যদি দাবি আদায়ের জন্য জনজীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সঙ্গত। প্রশ্ন হচ্ছে জনজীবনে কেউ বিঘ্ন ঘটালে তাদের আটকের দায়িত্ব ছাত্রলীগকে কে দিয়েছে? যে দায়িত্ব পালন করার কথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেই দায়িত্ব কোন ছাত্রসংগঠন পালন করতে পারে না। অথচ ছাত্রলীগ এ বেআইনি কাজটিই করছে। এমনকি তারা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাও চালিয়েছে। শুধু কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরতদের ওপরই তারা হামলা চালায়নি। অতীতে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা কোন আন্দোলন করলেও ছাত্রলীগ তাদের ওপর হামলা করেছে। স্পষ্টতই ছাত্রলীগ সরকারের পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলা বা পুলিশি ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাই। ছাত্রলীগকে অবশ্যই এ থেকে বিরত রাখতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। ছাত্রলীগের যেসব সন্ত্রাসী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্যের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনি বলে সরকারকে এ পর্যন্ত অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা না গেলে আগামীতে সরকারকে আরও বড় ধরনের খেসারত দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কোটাবিরোধী আন্দোলন দমনে যেমন ছাত্রলীগের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়, তেমন অন্য কোন ছাত্রসংগঠন যেন এই আন্দোলনকে হীন স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। অভিযোগ উঠেছে, ছাত্রদল-ছাত্রশিবির কোটাবিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে। এ সম্পর্কে সরকারকে ও সাধারণ আন্দোলনকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। আন্দোলনকে কেউ যদি সহিংস করে তুলতে চায় তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণে আনবে। ছাত্রলীগের পেটোয়া বাহিনী দিয়ে এর মোকাবিলা কাম্য নয়।